# [illegible]

## [illegible]

[illegible] : [illegible]. [illegible]

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

OFFICERABWAH

# آداب الطعام والشراب

## (باللغة البنغالية)

أختر الزمان محمد سليمان

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

OFFICERABWAH

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা............. আল্লাহর বান্দাদের ওপর যতগুলো অনুগ্রহ আছে তার মাঝে অন্যতম প্রধান অনুগ্রহ হলো পানাহার। মানুষের শরীর গঠন, বর্দ্ধন ও টিকে থাকার মূল উপাদান হচ্ছে পানাহার। এ নি‘আমতের দাবি হলো এর দাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। পানাহারের অনেকগুলো আদব ও বিধান রয়েছে বক্ষমান প্রবন্ধে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পানাহারের আদব

1

আল-হামদুলিল্লাহ ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ..... আল্লাহর বান্দাদের ওপর যতগুলো অনুগ্রহ আছে তার মাঝে অন্যতম প্রধান অনুগ্রহ হলো পানাহার। মানুষের শরীর গঠন, বর্দ্ধন ও টিকে থাকার মূল উপাদান হচ্ছে পানাহার। এ নি‘আমতের দাবি হলো এর দাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর এ কৃতজ্ঞতা আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর দেওয়া বিধান পালন করার মাধ্যমে আদায় করা যেতে পারে। এ নি‘আমতের আরো একটি দাবি হচ্ছে, এর সহায়তায় আল্লাহর নাফরমানি করা যাবে না। পানাহারের অনেকগুলো আদব ও বিধান রয়েছে, যাকে দুইভাবে ভাগ করা যেতে পারে:
প্রথমত: যে বিষয়গুলোর গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। যেমন,
(১) খাদ্য ও পানীয় জাতীয় জিনিসের ইহতেরাম করা আর এ বিশ্বাস রাখা যে এগুলো আল্লাহর নি‘আমত যা আল্লাহ তা‘আলা তাকে দিয়েছেন।

2

**(২)** খাদ্য জাতীয় জিনিসকে অবহেলা - অসম্মান না করা ; ডাস্টবিন ও ময়লা আবর্জনার ভিতরে না ফেলা।

**(৩)** খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা।

বিশুদ্ধ অভিমত হলো : খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব, কেননা অনেকগুলো সহীহ এবং সুস্পষ্ট হাদীস এ নির্দেশই করে। আর এ নির্দেশের বিপরীত কোনো হাদীস নেই। এ মতের বিরুদ্ধে সর্বসম্মত ঐক্যমত্যও সৃষ্টি হয় নি যে , এর প্রকাশ্য অর্থ থেকে বের করে দিবে। আর যে ব্যক্তি পানাহারের সময় বিসমিল্লাহ বলবে না তার ওয়াজিব ত্যাগ করা হবে।

## বিসমিল্লাহ ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণসমূহ :

এক. উমার ইবন আবূ সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ,

«يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»

“হে বৎস ! বিসমিল্লাহ বল এবং ডান হাত দিয়ে খাও। আর খাবার পাত্রের যে অংশ

তোমার সাথে লাগানো সে অংশ থেকে খাও।"[1]

দুই . হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

«إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلّ الطّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»

"শয়তান ঐ খাবারকে নিজের জন্য হালাল মনে করে যার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা হয় নি।"[2]

**(৪)** বান্দা খাবার পাত্রের যেদিক তার সাথে লাগানো সেদিক থেকে খাবে। উপরে বর্ণিত উমার ইবন আবূ সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীসের কারণে। আর খাবার যদি বিভিন্ন ধরনের হয় তাহলে অন্যদিক -যা তার সাথে লাগোয়া নয় - থেকে খাওয়াতে কোনো দোষ নেই।

**(৫)** যদি খাবারের কোনো লোকমা পড়ে যায় তবে উঠিয়ে খাবে, যদি ময়লা লাগে ধুয়ে ময়লা মুক্ত করে খাবে। কারণ, এটিই সুন্নাত এবং এর মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের অনুসরণ

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯৫৮।
[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০১৭।

[illegible] ‘[illegible] [illegible],

«إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ»

“[illegible], [illegible]”[3]

**([illegible])** [illegible] ‘[illegible], [illegible],

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ»

“[illegible] ‘[illegible]”[4]

[illegible] ‘[illegible] ‘[illegible],

[3] [illegible], [illegible]

[4] [illegible], [illegible]

[illegible] ‘[illegible], [illegible],

«فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ»

“[illegible]”[5] [illegible]

([illegible]) [illegible] ‘[illegible] ‘[illegible],

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا»

“[illegible] ‘[illegible]”[6]

[illegible] ‘[illegible]‘ [illegible],

«إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ»

“[illegible]

---

[5] [illegible], [illegible]

[6] [illegible], [illegible]

কেননা সে জানে না কোন আঙ্গুলে বরকত রয়েছে ?”[7]

আলেমগণ বলেন, নির্বোধ -মূর্খ লোকদের আঙ্গুল চেটে খাওয়াকে অপছন্দ করা ও একে অভদ্রতা মনে করাতে কিছু যায় আসে না। তবে হ্যাঁ , খাওয়ার মাঝখানে আঙ্গুল চেটে খাওয়া উচিৎ নয়। কেননা আঙ্গুল আবার ব্যবহার করতে হবে আর আঙ্গুলে লেগে থাকা লালা ও থুতু প্লেটের রয়ে যাওয়া খাবারের সাথে লাগবে আর এটি এক প্রকার অপছন্দনীয়ই বটে।

**(৮)** খাবারের প্রশংসা করা মুস্তাহাব , কেননা এর মাধ্যমে খাবার আয়োজন ও প্রস্তুতকারীর ওপর একটা ভালো প্রভাব পড়বে। সাথে সাথে আল্লাহর নি ‘আমতের শুকরিয়া আদায় করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো এমন করতেন। জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ,

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ» فَقَالُوا: «مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ» فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: «نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ»

---

7 সহীহ মুসলিম , হাদীস নং ২০৩৫।

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরিবারের নিকট তরকারী চাইলেন। তারা বললেন, আমাদের কাছে সিরকা ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি সিরকা আনতে বললেন এবং তার দ্বারা খেতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, সিরকা কতইনা উত্তম তরকারী; সিরকা কতইনা উত্তম তরকারী।”[8]

**(৯)** পানি পানকারীর জন্য সুন্নাত হলো, তিন শ্বাসে পান করা। একটু পান করার পর পাত্র মুখ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে শ্বাস নিবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার, এরপর একইভাবে তৃতীয়বার। যেমন, আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: «إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করার মাঝে তিনবার শ্বাস নিতেন এবং বলতেন: এভাবে পান করা অধিক পিপাসা নিবারণকারী অধিক নিরাপদ অধিক তৃপ্তিদায়ক।”[9]

---

[8] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৫২।
[9] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০২৮।

[illegible]

«إِنَّ اللـهَ لَيَرْضَـى عَنِ الْعَبْـدِ أَنْ يَأْكُـلَ الْأَكْلَـةَ فَيَحْمَـدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْـرَبَ الشَّـرْبَةَ فَيَحْمَـدَهُ عَلَيْهَا»

“[illegible]”[10]

[illegible]

«الحَمْدُ لِلَّهِ كَثِـيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيـهِ، غَيْـرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ، رَبَّنَا»

“[illegible]

[10] [illegible]

[illegible]”[11]

**([illegible])** [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible] ‘[illegible] ‘[illegible],

«أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صَـلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ، وَعَنْ يَسَـارِهِ أَشْـيَاخٌ، فَقَـالَ لِلْغُلاَمِ: «أَتَـأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَـؤُلاَءِ» ، فَقَالَ الغُلاَمُ: لاَ وَاللَّهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ»

“[illegible] ‘[illegible]

---

[11] [illegible], [illegible]; [illegible], [illegible]

[illegible] ‘[illegible]”[12]

[illegible] ‘[illegible],

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ»

“[illegible] ‘[illegible] ‘[illegible]

[12] [illegible]

বকরকে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডানে বসা উক্ত বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন, (নিয়ম হচ্ছে ) আগে ডান অতঃপর ডান। অর্থাৎ প্রথমে ডান পাশের জন পাবে অতঃপর তার ডান পাশের জন এবং এভাবেই। ”[13]

সহীহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

«الْأَيْمَنُونَ، الْأَيْمَنُونَ، الْأَيْمَنُونَ» قال أنس رضي اللّه عنه: «فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ»

তিনি বলেন , ডান দিকের লোক ডান দিকের লোক ডান দিকের লোক। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এটিই সুন্নাত , এটিই সুন্নাত , এটিই সুন্নাত।[14]

**দ্বিতীয়ত : যে বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক :**

১। পানাহারে অহেতুক খরচ করা , আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٣١﴾ [الاعراف: ٣١]

---

[13] সহীহ বুখারী , হাদীস নং ৫৬১২ ; সহীহ মুসলিম , হাদীস নং ২০১৯।

[14] সহীহ মুসলিম , হাদীস নং ২০২৯।

“[illegible]”
[[illegible]-[illegible]‘[illegible], [illegible]: [illegible]]

[illegible]

**([illegible])** [illegible], [illegible] ‘[illegible], [illegible] ‘[illegible],

«لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ»

“[illegible], [illegible]”[15]

**([illegible])** [illegible], [illegible] ‘[illegible]‘ [illegible],

«إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»

“[illegible]

---

[15] [illegible], [illegible]

করবে, কেননা শয়তান বাম হাতে খায় , বাম হাতে পান করে। ”[16]

এ ধরনের নির্দেশের অর্থ হলো বাম হাতে খাওয়া হারাম।

**(গ)** বাম হাতে খেলে শয়তানের সাথে সাদৃশ্য হয়। যেমন , পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং অমুসলিমদের সাথেও সাদৃশ্য হয়। আর শরী 'আতের নির্দেশ মোতাবেক উভয়টিই নিষিদ্ধ ও হারাম।

**(ঘ)** বাম হাতে খাবার গ্রহণকারী জনৈক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদ -দো'আ করা এবং এর কারণ বর্ণনা করা যে এটি অহংকার মূলক কাজ। সালামা ইবন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত ,

«أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ» ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ» ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ»

"জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বাম হাতে খাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[16] সহীহ মুসলিম , হাদীস নং ২০২০।

বললেন, ‘তুমি ডান হাতে খাও’। সে বলল আমি পারব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আর কখনও পারবেও না। একমাত্র অহংকারই তাকে ডান হাত দিয়ে খাওয়া থেকে বিরত রাখল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে আর কখনো মুখের কাছে হাত উঠাতে পারে নি।”[17]

৩। দাঁড়িয়ে পানাহার করা মাকরূহ, সুন্নাত হলো বসে পানাহারকার্য সম্পন্ন করা। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,

«أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا» ، قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا فَالْأَكْلُ، فَقَالَ: «ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ»

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা বললাম তাহলে দাঁড়িয়ে খাওয়ার হুকুম কী? আনাস বললেন, সেটাতো আরো বেশি খারাপ আরো বেশি দূষণীয়।”[18]

৪। কোনো কিছুর উপর হেলান দিয়ে আহার করা মাকরূহ। রাসূলুল্লাহ

---

[17] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০২১।

[18] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০২৪।

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا»

“আমি হেলান দিয়ে আহার করি না। ”[19]

ইবন হাজার রহ. বলেন: খাওয়ার জন্য বসার মোস্তাহাব পদ্ধতি হচ্ছে। দুই হাঁটু গেড়ে, দুই পায়ের পিঠের উপর বসা। অথবা ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা।

৫। খাওয়ার পাত্রে ফুঁ দেওয়া এবং তার ভিতর নিঃশ্বাস ফেলা মাকরূহ। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার পাত্রে ফুঁ দেওয়া বা শ্বাস ফেলা থেকে নিষেধ করেছেন। ”[20]

আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন,

[19] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৩৯৮।
[20] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭২৮।

«لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ»

“[illegible]”[21]

[illegible]; [illegible], [illegible] ‘[illegible],

«مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ»

“[illegible] ‘[illegible], [illegible]”[22]

[illegible]

---

[21] [illegible], [illegible]

[22] [illegible], [illegible]